বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ধারণাসমূহ-২০২০

১। **ফিউশন সেন্টার:** ডিএমপি, ঢাকার সকল ডিভিশনে তথ্য প্রাপ্তি সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অত্র বিভাগ কর্তৃক ফিউশন সেন্টার তৈরির ধারণা কার্যকর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ ফিউশন সেন্টারে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য শেয়ারের মাধ্যমে সিটিটিসির কাজে গতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার,ডিএমপি, ঢাকা

২। **ডিজিটাল কাউন্টার কলিং:** ডিএমপি, ঢাকার ট্রাফিক বিভাগের প্রসিকিউশন শাখায় পরবর্তী সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন সময়ে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল কাউন্টার কলিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। টোকেনের মাধ্যমে সিরিয়াল অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হবে।

পুলিশ কমিশনার,ডিএমপি, ঢাকা

৩। **DMP Renovated Information Management System (DRIMS) :** নিম্নোক্ত ১৩টি পৃথক ডাটা বেজকে একত্রিত করে একজন ব্যক্তির সম্পর্কে সল্প সময়ে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে। যে সফটওয়্যারটি DMP Renovated Information Management System (DRIMS) নামে পরিচালনা করা হবে।

1. Crime Data Management System (CDMS).
2. Suspect Identification and Verification System (SIVS).
3. Citizen Information Management System (CIMS).
4. Automatic Fingerprint Identification Systems (AFIS).
5. NID Database.
6. Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) Database
7. Passport Database.
8. Immigration Database.
9. Criminal & Inmate Database.
10. NTMC (For CDR Data)
11. Jail Database.
12. Birth and Death Registration Database.
13. Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) Database.

পুলিশ কমিশনার,ডিএমপি, ঢাকা

৪। **ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্যদের কাজের অভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি:** ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্যদের কাজের জবাবদিহিতা ও মূল্যায়নের নিমিত্ত পূর্বোক্ত ব্যবস্থাকে ডিজিটাল রূপ দানের লক্ষ্যে একটি Apps ভিত্তিক অভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার,ডিএমপি, ঢাকা

৫। এসিআর মূল্যায়ণ প্রসঙ্গেঃ পিআরবি নিয়মানুযায়ী থানার দর্পণ জিডি ও মামলার তদারকি অফিসার এএসপি/অতি: এসপি বিধায় থানার কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক, এসআই ও এএসআইদের এসিআর মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে এএসপি/অতি: এসপি অফিসারদের কর্তৃত্ব দেয়া বাস্তবসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়। জেলার পুলিশ সুপার স্যারদের পক্ষে থানায় কর্মরত অধ:স্তন কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর এসিআর মূল্যায়ন করে থাকেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

সিনি: সহকারী পুলিশ কমিশনার (বাড্ডা জোন), ডিএমপি, ঢাকা

৬। ব্যক্তি শনাক্তকরণ ঃ অপরাধ তদন্তকালে সঠিক ব্যক্তি শনাক্তকরণ একটি অপরিহার্য বিষয়। সঠিক ব্যক্তি শনাক্ত না হওয়ায় অনেক সময় নির্দোষ ব্যক্তি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তি শনাক্তকরণ অতীব জরুরী। এক্ষেত্রে সিআইডি'র VFAN (verification of Finger print with AFIS & NID) Software কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অ্যাডিশনাল আইজি,সিআইডি

৭। ডিজিটাল সেবা ঃ যে কোন ধরনের গাড়ি হারানো গেলে অথবা থানা কর্তৃক উদ্ধার হলে সিআইডি কর্তৃক Lost & Found Apps এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানা অথবা গাড়ির মালিককে সহজেই উক্ত গাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে অত্যন্ত দ্রুত সময়ে গাড়ির মালিকের নিকট সেবা পৌছে দেয়া যাবে।

অ্যাডিশনাল আইজি,সিআইডি

৮। ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (সিআইডিএমএস)ঃ ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (সিআইডিএমএস) এর মাধ্যমে মামলার তদন্ত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা ও নিখুঁতভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করতে পারছেন। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মামলার তদন্ত কার্যক্রম, তদন্তস্থলে উপস্থিতি, মামরার সর্বশেষ অবস্থা এবং বিট পুলিশিং কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক ঘটনার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দ্রুত মনিটরিং এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে সেবাপ্রার্থী সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দেশ্যঃ

ক.গুগল ম্যাপের মাধ্যমে থানা হতে ঘটনাস্থলের প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করা

খ. মামলা রুজুর কতসময় পর তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন তা জানা

গ. এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তাগণ প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে ঘটনাস্থলের সচিত্র বিবরণ জানতে পারবেন যা তদন্তের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে

ঘ. তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলের ছবিসহ তার বক্তব্য আপলোড করতে পারবেন

ঙ. বিট অফিসারদের তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিট এলাকায় উপস্থিতি জানা এবং

চ. স্যাটেলাইট ভিউ এর মাধ্যমে ঘটনাস্থলের প্রকৃত চিত্র জানা

ডিআইজি ময়মনসিংহ রেঞ্জ

৯। **ছুটি ব্যবস্থাপনা (Leave Management) অ্যাপস/সফটওয়্যার:** এসএমপি, সিলেটের পুলিশ সদস্যদের ছুটি প্রদানের ক্ষেত্রে ছুটি ব্যবস্থাপনা অ্যাপস প্রচলন করা হবে। যে কোন পুলিশ সদস্য এ অ্যাপস/সফটওয়্যারে ক্লিক করে নিজের বিপি নম্বর, নাম, ইউনিট, মোবাইল, পূর্বের ছুটির বিবরণ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি পূরণ করে নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তথ্যাদি যাচাই করে এক ক্লিকে ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। ছুটি মঞ্জুর হওয়ার সাথে সাথে বাংলায় এসএমএস প্রাপ্ত হবেন।

অ্যাডিশনাল আইজি,এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, ঢাকা /পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট

১০। **অনলাইন প্রবাসী কল্যাণ সেল (Online Expatriate Welfare Cell):**

বর্তমানে এসএমপি হেডকোয়ার্টার্সে একটি অনলাইন প্রবাসী কল্যাণ সেল (Online Expatriate Welfare Cell) রয়েছে যা সরাসরি প্রবাসীদের অভিযোগ গ্রহণ করে সেবা প্রদান করতে পারবে। এসএমপি হেল্পলাইন অ্যাপস (SMP HELPLINE APPS) উক্ত অ্যাপসএর মাধ্যমে জনগণ যেকোন তথ্য, অভিযোগ, পরামর্শ ইত্যাদি ছবিসহ প্রদান করতে পারবেন।

পুলিশ কমিশনার ,এসএমপি, সিলেট

১১। **অনলাইন জিডি (Online GD):** জেলার আওতাধীন সমস্ত থানার জিডির কার্যক্রম অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে।

পুলিশ সুপার,লালমনিরহাট জেলা

১২। **পাবনা জেলার উদ্ভাবনী উদ্যোগ:**

ক. পাবনা শহর ও থানা শহর এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।
খ. থানার সেবা প্রদান সহজ করার জন্য এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
গ. ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি মনিটরিং করা যেতে পারে।

পুলিশ সুপার,সাতক্ষীরা জেলা/ পুলিশ সুপার,পাবনা জেলা

১৩। **ওয়ারেন্ট অ্যাপস তৈরি:** ওয়ারেন্ট তামিল বৃদ্ধি ও ওয়ারেন্ট ব্যক্তি বিশেষের পকেটে যাওয়া রোধ কল্পে একটি অ্যাপস তৈরি করা হবে। যে অ্যাপসটি জেলার কোর্ট ইন্সপেক্টর, সকল ওসি এবং ওয়ারেন্ট তামিলকারীগণ তাদের বিপি নম্বর ও আইডির মাধ্যমে ব্যবহার করবে। এই অ্যাপসটির মাধ্যমে সকলে জানতে পারবে কোন ওয়ারেন্টটি তামিল হয়েছে।

এআইজি ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস/ পুলিশ সুপার-রবগুনা/পটুয়াখালী/চুয়াডাঙ্গা জেলা

১৪। **QRT (Quick Response Team) গঠন:** পুলিশিং ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্বাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলায় QRT (Quick Response Team) গঠন করা হয়েছে। যেই টিম বিশেষ ধরণের পোশাক, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসস্ত্রে সু-সজ্জিত হয়ে সার্বক্ষণিক জেলা শহর ও থানার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কোথাও কোন গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দাঙ্গা দমন ও ভিকটিম উদ্ধার করছে।

পুলিশ সুপার-বরগুনা/চুয়াডাঙ্গা/সাতক্ষীরা/বাগেরহাট জেলা

১৫। **CDMS Cell তৈরি:** জেলা পর্যায়ের এ মামলা তদন্তের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সিডিএমএস সেল গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার,বাগেরহাট জেলা

১৬। **সুন্দরবন ডেস্ক গঠনঃ** এই ডেস্কের মাধ্যমে সুন্দরবনের জলদস্যু ও বনদস্যু মুক্ত করার সকল অভিযানের তথ্য ও ছবি সংরক্ষণ করার কাজ করা হয়।

পুলিশ সুপার,বাগেরহাট জেলা

১৭। **মিডিয়া সেল/সাইবারক্রাইম ইউনিটঃ** বাগেরহাট জেলায় গঠিত মিডিয়া সেল/সাইবার ক্রাইম ইউনিট গঠনের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সংগঠিত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পুলিশ সুপার,বাগেরহাট জেলা

১৮। **Body worn camera স্থাপন ঃ** পুলিশের বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম, চেকপোস্ট, কূটনৈতিক এলাকার নিরাপত্তা কার্যক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণ করার জন্য উন্নত বিশ্বের পুলিশের মত পোর্টেবল বডি ক্যামেরা সরবরাহ করা যেতে পারে। Body worn camera স্থাপনের ফলে পুলিশের কার্যক্রম আরো স্বচ্ছ ও জবাদিহিতামূলক হবে।

অ্যাডিশনাল আইজি,এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, ঢাকা

১৯। **ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VC) প্রশিক্ষণ ঃ** পুলিশের মৌলিক , ইন-সার্ভিস ও বিশেষায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে প্রশিক্ষণকে আরো আর্কষণীয় করা যায়। প্রচলিত ফায়ারিং রেঞ্জ এ ফায়ারিং এর পাশাপাশি VR পদ্ধতিতে ত্রি-মাসিক অবস্থা উপস্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র পরিচালনা বিষয়ে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব।

অ্যাডিশনাল আইজি,এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, ঢাকা

২০। **ড্রোন সংযুক্তকরণ ঃ** সম্প্রতি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তান তাদের পুলিশ বাহিনীতে ড্রোন সংযুক্ত করেছে। পুলিশ বাহিনীতে ড্রোন সংযুক্ত করা হলে পরিবর্তনশীল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গতানুগতিক পুলিশিং হতে বের হয়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানসহ বিভিন্ন দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা সহজসাধ্য ও ফলপ্রসু হবে।

অ্যাডিশনাল আইজি,এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স, উত্তরা, ঢাকা

২১। ক. **e-prosecution** ব্যবস্থা চালুর ফলে জনসাধারণ হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তাৎক্ষনিকভাবে তারা জরিমানার টাকা online(u-cash)এ পরিশোধ করে নিজ নিজ যানবাহন তাৎক্ষনিকভাবে ব্যাবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

খ. সকল থানায় পেশাগতভাবে দক্ষ অফিসারদের দ্বারা সুসজ্জিত সাভিস ডেলিভারি ডেস্ক ও ঝুকিপূর্ণ গ্রুপ (মহিলা, শিশু, রয়স্ক নাগরিক ইত্যাদি) এর পৃথক ডেস্ক স্থাপন করলে পুলিশি সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

গ. রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট/মোড় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার,নাটোর জেলা/ পুলিশ কমিশনার,আরপিএমপি

২২. ট্যুরিস্ট সহায়তাঃ ক. ট্যুরিস্টদের সাথে বহনকৃত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখার জন্য ০৫ টি উল্লেখযোগ্য ট্যুরিস্ট স্পটে লকার সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

খ. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ০৩ (তিন) টি পয়েন্টে চিলড্রেন লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক স্থাপন

গ. সমুদ্রে গোসল করতে নামা ট্যুরিস্টদের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে ১০০ মিটার বাউন্ডারি নেট স্থাপন

ঘ. সেন্টমার্টিনে ট্যুরিস্টদের ভ্রমনের সুবিধার্থে ট্যুরিস্ট পুলিশ লোগো সম্বলিত ফ্রি ব্যবহারের জন্য ৫০টি বাই-সাইকেল প্রদান।

ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

২৩. রাজশাহী জেলা পুলিশের ''মোবাইল এসএমএস" সেবা শুরুঃ রাজশাহী জেলা পুলিশ কর্তৃক সেবা গ্রহীতাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান শুরু করা হয়েছে। যার ফলে থানায় মামলা অথবা জিডি করলে অভিযোগকারীকে এখন থেকে তথ্য পাওয়া জন্য থানায় ঘুরতে হয় না । সেবা গ্রহীতা মোবাইল ফোনে "এসএমএস" এর মাধ্যমে সেবা পেয়ে থাকেন।

পুলিশ সুপার-রাজশাহী জেলা/ নাটোর জেলা

২৪. পজ মেশিন ঃ ক. পজ মেশিনে ট্রাফিকের প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে সড়ক/মহাসড়কে একাধিক বুথ স্থাপন করার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যারা প্রসিকিউশনের টাকা জমা দিবে তারা দ্রুত তাদের জব্দকৃত ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে পারবেন।

খ. অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সঃ অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এক বা একাধিক দিন আবেদনকারীকে ডিএসবি/সিটিএসবি অফিসে এস যোগাযোগ করতে হয় তা গ্রহণের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যদি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো যায় যে আবেদনকারীর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন আবেদনকারী একবারই এসে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

গ. Click and Find my police Station:- নামে একটি Apps ডেভেলপ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে গুগোল ম্যাপ এর সাথে সম্পৃক্ত করে যে কোন ব্যক্তি কোন থানার অধীনে অবস্থান করছেন তা জানতে পারবেন।

পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, গাজীপুর

২৫. ক. ছুটির জন্য মেসেজ প্রদান পাশাপাশি ই-মেইলে ডিও পাঠানো।
খ. সাক্ষী হাজিরার জন্য মেসেজ প্রদান করা।
গ. LPC সহজীকরণের জন্য ৩ কার্যদিবসের মধ্যে মেসেজ প্রদান।

পুলিশ সুপার,নেত্রকোণা জেলা

২৬.ডিজিটাল ট্রাফিক সেবা ঃ ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ ও মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংক্রান্তে যে জরিমানা ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে আদায়করণ।

পুলিশ সুপার,কিশোরগঞ্জ জেলা

২৭. সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত হওয়া ঃ টিডিএস ওয়েবসাইটে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংযুক্তকরণ। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ট্রাফিক এন্ড ড্রাইভিং স্কুল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরাপত্তামূলক বিষয়সমূহ সহজিকরনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্তকরণ।

কমান্ড্যান্ট,ট্রাফিক এন্ড ড্রাইভিং স্কুল,ঢাকা

২৮। ডিজিটাল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সদের কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তা হলো কম্পিউটার পরিচালনা করা। বর্তমানে আরআরএফ, চট্রগ্রামের অফিসের সকল সেরেস্তায় কম্পিউটার দ্বারা দাপ্তরিক কাজ পরিচালিত হওয়ায় যে সকল পুলিশ সদস্য কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী তাদের। ডিজিটাল কম্পিটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তৈরির মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

কমান্ড্যান্ট, আরআরএফ, চট্রগ্রাম /রাজশাহী ও কমান্ড্যান্ট (এসপি), আরআরএফ, ঢাকা

২৯। ক. অ্যাপস ব্যবহার ঃ পুলিশী সেবাকে সাধারণ জনগণের মাঝে সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসারদের মোবাইল নম্বর, স্থানীয় ক্যাবল অপারেটর, গণমাধ্যম, অফিসিয়াল ফেইজবুক পেইজ এবং লিফলেটের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে।

খ. ট্রাফিক সেবা ঃ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থায় ট্রাফিক বিভাগ ও সকল থানায় গাড়ির চালক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠানসহ জনগণকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য প্রচারণা করা হয়ে থাকে।

গ. ভিকটিম সাপোর্টঃ নির্যাতিত, নীপিড়িত ও সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার গঠন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপার,চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

৩০। অপরাধের তথ্যঃ বিএমপি, বরিশালে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নূন্যতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা সংক্রান্তে একটি মোবাইল এ্যাপ তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। এ্যাপটি মোবাইল ফোনে ইনস্টল করা হবে যেখানে সকল উর্ধ্বতন কর্মকতার মোবাইল নম্বর সংযোজন করা হবে। 'অপরাধের তথ্য দিন' অপশন/বাটন থাকবে যার মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য বিএমপি পুলিশকে অবহিত করতে পারবেন। এই এ্যাপটি মাধমে সাইবার ক্রাইম দূরিকরণ সম্ভব হবে। এছাড়াও এ্যাপটিতে 'বিট পুলিশিং' ,'প্রেস রিলিস','মোস্ট ওয়ান্টেড' এবং 'মিসিং পার্সন' সংক্রান্ত অপশন থাকবে এবং তথ্য পাওয়া যাবে। এ্যাপটিতে 'ইমার্জেন্সি' বাটনে চাপ দিয়ে ধর্ষন/ নারী নির্যাতন/ ইভটিজিং/ অপহরন/ বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে এবং ভিকটিম উদ্ধারে এই অপশনটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে ।

পুলিশ কমিশনার,বিএমপি, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ

৩১। জিডি ইনকোয়ারী রেজিস্টারঃ সিলেট রেঞ্জাধীন ৪টি জেলার প্রতিটি থানায় ইনকোয়ারী সংশ্লিষ্ট সকল জিডির বিষয়ে ''জিডি ইনকোয়ারী রেজিস্টার'' নামে একটি রেজিস্টার চালু করার জন্য স্মারক নং-৪৪.০১.৬০০০.০২২.০০৪.২০.৪৮৮৩(৪), তারিখ-৩১.০৫.২০২০ খ্রি. মূলে রেঞ্জাধীন সকল জেলাসমূহে প্রেরণ করা হয়। রেজিস্টারটি বর্তমানে সিলেট রেঞ্জের ৪টি জেলার ৩৯টি থানায় চালু আছে।

ডিআইজি,সিলেট রেঞ্জ